পাক্ষিক

আহমদী

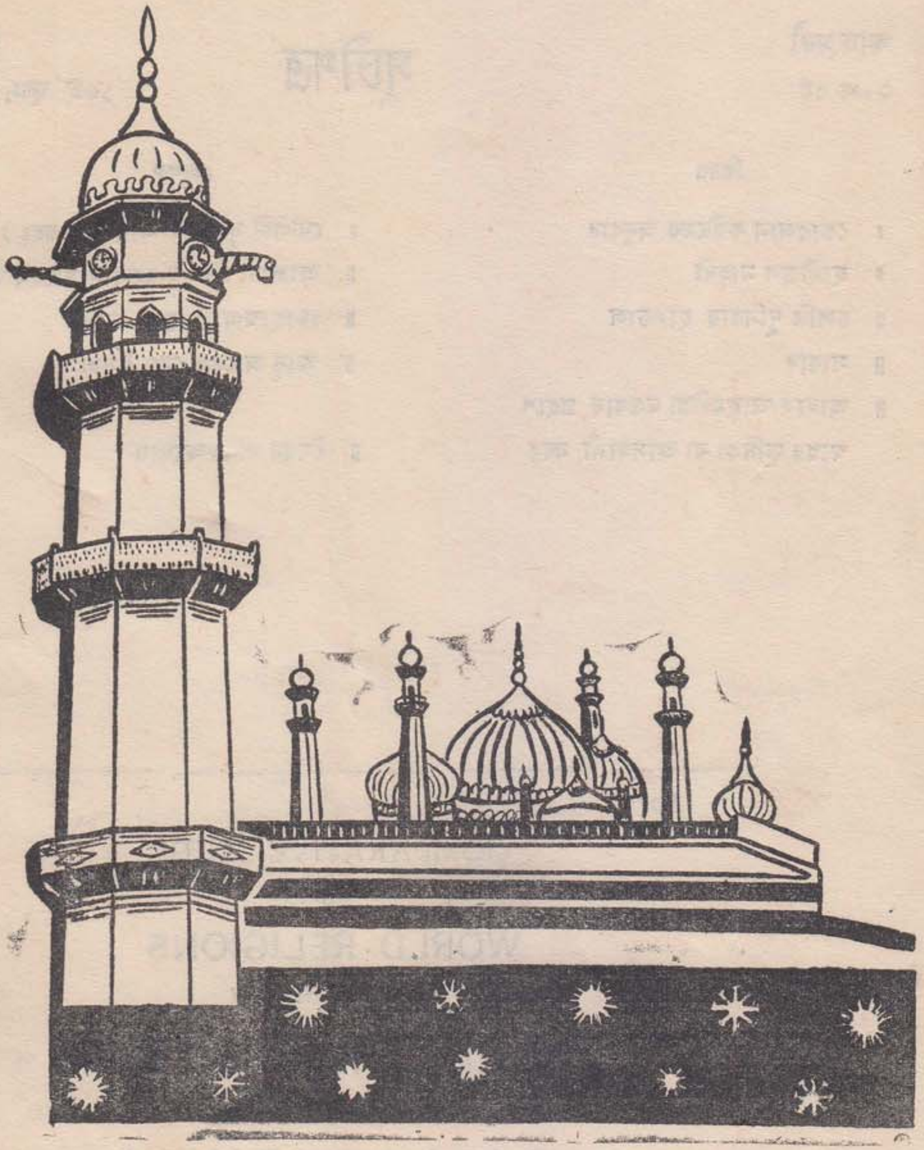

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

৩য় সংখ্যা
১৫ই জুন, ১৯৬৬

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২০শ বর্ষ

সূচীপত্র

৩য় সংখ্যা
১৫ই জুন, ১৯৬৬ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ মৌলবী মুমতাজ আহমদ (রহঃ)	॥ ২৯
॥ হাদীসুল মাহ্‌দী	॥ আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব (রহঃ)	॥ ৩১
॥ চলতি দুনিয়ার হালচাল	॥ মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	॥ ৪৪
॥ সংবাদ	॥ আবু আরেফ মোঃ ইসরাইল	॥ ৪৬
॥ আমার আহ্‌মদীয়া মতবাদ গ্রহণে স্বপ্নের ভূমিকা বা আসমানী মদদ	॥ সৈয়দ মনিরুজ্জামান	॥ ৪৭

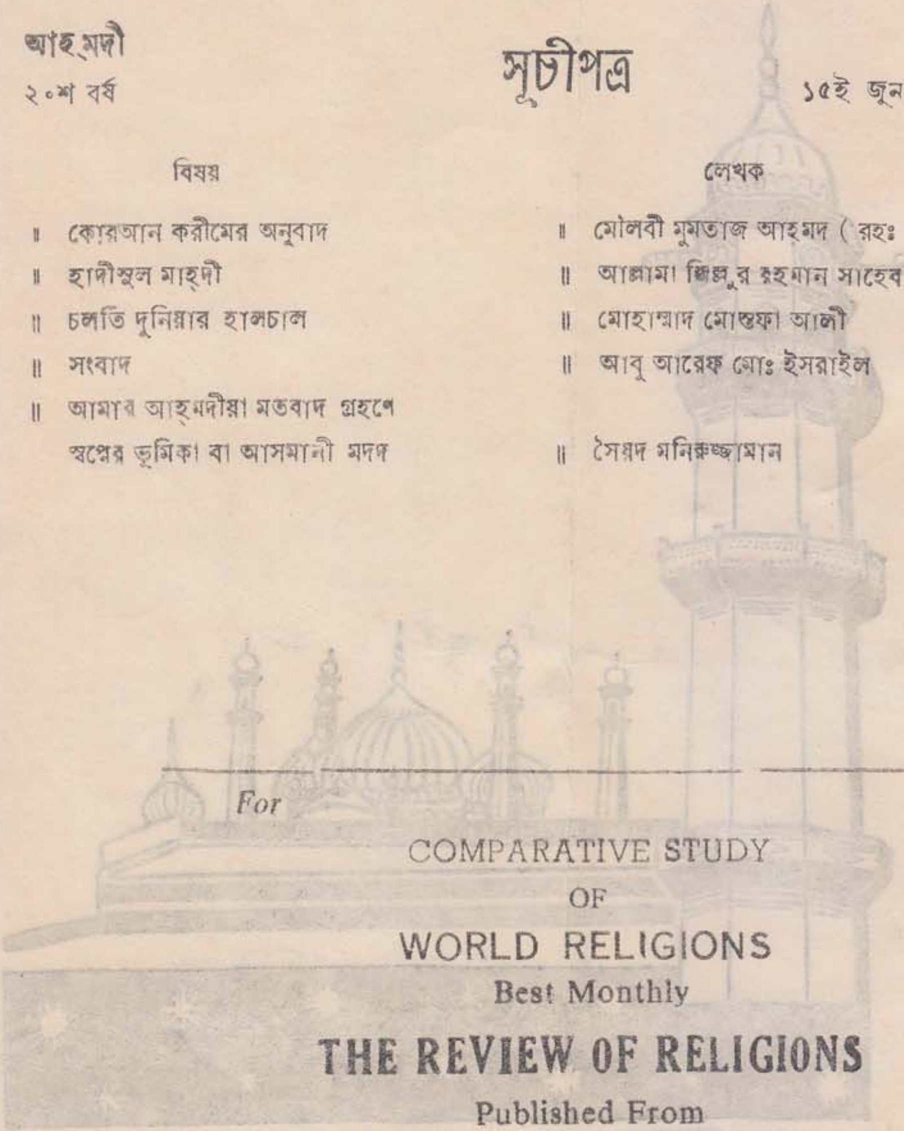

For

COMPARATIVE STUDY
OF
WORLD RELIGIONS
Best Monthly
THE REVIEW OF RELIGIONS
Published From
Rabwah (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্মদী

নব পর্যায়ঃ ২০শ বর্ষঃ ১৫ই জুনঃ ১৯৬৬ সনঃ ৩য় সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্ আ'রাফ

১৬শ রুকু

১৩১॥ (মুসার সত্যতার প্রমাণরূপে) আমরা ফেরআউনের জাতিকে দুর্ভিক্ষ ও মেওয়াজাতের স্বল্প উৎপাদন দ্বারা শাস্তি দিলাম যেন তাহারা অনুধাবন করিতে পারে।

১৩২॥ এবং যখন তাহাদের নিকট স্বচ্ছলতা আসিত তখন তাহারা বলিত উহা আমাদের প্রাপ্য এবং যখন তাহাদের কোন অমঙ্গল ঘটিত তখন তাহারা মুসা এবং তাহার সঙ্গীদিগকে

(উক্ত) অশুভের কারণ মনে করিত। জানিয়া লও যে, নিশ্চয় তাহাদের দুর্ভাগ্যের উপকরণ (আল্লাহ্‌র নিকট সংরিক্ষত আছে) কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই অবগত নহে।

১৩৩॥ এবং তাহারা বলিল যখনই যে কোন নিদর্শন তুমি আমাদের নিকট আনয়ন কর না কেন, আমাদিগকে কুহকাবিষ্ট করিতে, আমরা কখনও তোমার প্রত্তি ঈমান আনয়ন করিব না।

১৩৪॥ তখন আমরা তাহাদের প্রতি ঝড়, পঙ্গপাল উকুন, ভেক এবং রক্তজপীড়া (শাস্তিরূপে) পাঠাইলাম, (এইগুলি) সুস্পষ্ট নিদর্শন। কিন্তু তাহারা অহঙ্কার প্রদর্শন করিল। এবং তাহারা অপরাধকারী জাতি হইয়া গেল।

১৩৫॥ এবং যখনই তাহাদের উপর শাস্তি আসিত, তাহারা বলিত; হে মুসা তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রভুর নিকট প্রার্থনা কর যেভাবে তিনি তোমার নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। যদি তুমি আমাদের উপর হইতে শাস্তি দূর করিয়া দাও, তবে নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনয়ন করিব এবং ইসরাঈলের সন্তানগণকে নিশ্চয় তোমার সঙ্গে প্রেরণ করিব।

১৩৬॥ তৎপর যখন সেই নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ অনুসারে, যে পর্যন্ত তাহাদের উপনীত হইবার ছিল, আমরা তাহাদের উপর হইতে শাস্তিকে অপসারিত করিলাম, অমনি তাহারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে লাগিল।

১৩৭॥ অতঃপর আমরা তাহাদিগকে তাহাদের কার্যের প্রতিফল দান করিলাম, তাহাদিগকে সাগরে নিমগ্ন করিলাম, কারণ তাহারা আমাদের নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা বলিয়াছিল এবং উহার প্রতি উদাসীন ছিল।

১৩৮॥ এবং আমরা সেই জাতিকে, যাহারা দুর্বল বিবেচিত হইত, এমন ভূমির পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল সমূহের অধিপতি করিয়া দিলাম, যাহাকে আমরা আশীষযুক্ত করিয়াছি। এবং তোমার প্রভুর কল্যাণমণ্ডিত বাণী (অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি) ইসরাঈল বংশীয়দের জন্য পূর্ণ হইল তাহাদের ধৈর্য-ধারণের ফল-স্বরূপ। এবং ফেরআউন ও তাঁহার জাতি যে সব (কারখানা) নির্মাণ করিয়াছিল এবং যে সব (প্রাসাদ) উত্তোলন করিয়াছিল, তাহা ধ্বংস করিয়াছিলাম।

১৩৯॥ এবং আমরা ইসরাঈলের সন্তানগণকে সাগর পার করিয়া দিলাম। তৎপর তাহারা এমন এক জাতির নিকট উপনীত হইল, যাহারা তাহাদের প্রতিমাগুলির সন্নিকট (আরাধনায়) বসিয়া থাকিত। তাহারা বলিলঃ হে মূসা! তুমি আমাদের জন্যও এমন কোন উপাস্য নির্বাচন করিয়া দাও, যেরূপ উহাদের উপাস্য রহিয়াছে। মূসা বলিলঃ নিশ্চয় তোমরা (দেখিবে) এমন লোক যে মুর্খতা প্রকাশ করিতেছে।

১৪০॥ নিশ্চয় এই সমস্ত লোক যাহাতে লিপ্ত হইয়া আছে উহাকে ধ্বংস করা হইবে এবং তাহাদের কার্য বিফলে যাইবে।

১৪১॥ সে বলিলঃ আমি কি তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য উপাস্য অন্বেষণ করিব? অথচ তিনি তোমাদিগকে বিশ্ব-বাসীর উপর গৌরব দান করিয়াছেন?

১৪২॥ (আল্লাহ্‌ বলিলেন) এবং সেই কথা স্মরণ কর যখন আমরা তোমাদিগকে ফেরআউনের জাতি হইতে মুক্তিদান করিয়াছিলাম, তাহারা তোমাদিগকে অত্যন্ত কষ্ট-দায়ক শাস্তি দিত, তোমাদের পুরুষদিগকে (একে একে) হত্যা করিত এবং নারীদিগকে জীবিত রাখিত এবং ইহাতে তোমাদের জন্য তোমাদের প্রভুর নিকট হইতে (সমাগত) একটা বড় রকমের পরীক্ষা ছিল। (ক্রমশঃ)

"হাদীসুল মাহ্‌দী"

আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

উম্মতে মোহাম্মদীয়াতে মিথ্যা দাবীকারক

আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ সাহেব (আঃ)-এর দাবী সম্বন্ধে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব তাঁহার পুস্তক 'কাদিয়ানি-রদে'র প্রথমেই বলিয়াছেন,—

"ইনি যে প্রকারের মাহ্‌দী হইবার দাবী করিয়াছেন সেই রূপ তাঁহার পূর্বে প্রায় ২০জন উক্ত দাবী করিয়াছিলেন।"

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করিতে যাইয়া মৌলানা-মৌলবী সাহেবানের প্রায় সকলেই এরূপ অসংলগ্ন যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকেন।

কতকগুলি লোকের দাবী মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ হইলেই আমাদের আলোচ্য দাবী-কারকের দাবী মিথ্যা হইবে, এরূপ যুক্তির পিছনে যে কোন স্থির মস্তিক কাজ করিতেছে, তাহা অনুমান করা কঠিন। কোরআন শরীফ স্পষ্টই সাক্ষ্য দেয় যে, অনেক মৌলানা-মৌলবী ভণ্ড তপস্বী সাজিয়া অন্যায় ভাবে জনসাধারণের মাল খায়। যথা—

ان كثيرا من الاحبار و الرهبان ليأكلون
اموال الناس بالباطل و يصدون عن سبيل الله
(سورة توبة ع ٥)

"নিশ্চয়ই বহু সংখ্যক আলেম ও দরবেশ অন্যায় ভাবে জনসাধারণের মাল খায় ও লোকদিগকে আল্লাহ্‌র রাস্তা হইতে ফিরাইয়া রাখে।"

(সূরা তৌবা, ৫ম রুকু)

এই জন্য প্রত্যেক মৌলানা, মৌলবী সাহেবকেই ভণ্ড তপস্বী বলা কি উচিৎ হইবে? মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এরূপ ফতওয়া দিবেন বলিয়া আশা করা যায় না।

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জমানায় 'মুসাইলামা কাজ্জাব' কতিপয় ব্যক্তি মিথ্যা নবুওয়তের দাবী করিয়াছিল বলিয়া কি মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব আঁ-হযরতের দাবীকেও মিথ্যা বলিবেন? (নাউজুবিল্লাহ্)।

যদি না বলেন, এবং নিশ্চয়ই বলিবেন না, তবে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব হযরত ইমাম মাহদী, (আঃ)-এর বিরুদ্ধে এরূপ হাস্যকর কথার অবতারণা করিয়া নিজের বুদ্ধির এরূপ শোচনীয় অবস্থার পরিচয় জনসাধারণের সম্মুখে পেশ করিয়া কেন অযথা হাস্যাস্পদ হইতেছেন তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।

দ্বিতীয়তঃ, যে-সমস্ত লোকের দাবীর কথা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের দাবী যে প্রকৃত পক্ষে কি ছিল, তাহা দাবীকারকদের নিজের লিখা হইতে পেশ করা হয় নাই। যে-সমস্ত কিতাব হইতে তাহাদের দাবী পেশ করা হইয়াছে ঐ সমস্ত কিতাবের গ্রন্থকার, বা রাবী, দাবীকারকদের বিরুদ্ধ-দলের লোক। অনেক সময় দেখা যায় যে, রাজনৈতিক ঝগড়ায় দুই বিরোধী দলের কোন এক পক্ষ অপর পক্ষের নেতার বিরুদ্ধে জনমতকে উত্তেজিত করিবার জন্য এমন সব কথা রটনা করিয়া থাকে, যাহাতে অপর পক্ষের কোনই সংস্রব থাকে না। এ সম্বন্ধে আমরা স্বয়ং ভুক্তভোগী। কাদিয়ানের হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) নিজ দাবী সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া জগদ্ব্যাপী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দাবী সম্বন্ধে সঠিক অবগত হওয়া আদৌ

কষ্টকর নহে। তথাপি বিরুদ্ধবাদী মৌলানা-মৌলবীগণ এমন সমস্ত মিথ্যা কথা রটনা করিয়া থাকেন যাহা শুনিলে কানে হাত দিতে হয়; যেমন, খোদায়ী দাবী, আঁ-হযরত (সাঃ) হইতে শ্রেষ্ঠ হইবার দাবী ইত্যাদি। (নাউজুবিল্লাহ্)। পাঠক ক্রমে দেখিতে পাইবেন, 'কাদিয়ানি-রদে'র গ্রন্থকার মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবও কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে জনমতকে উত্তেজিত করিবার এই সহজ পন্থা অবলম্বন করিতে একটুকুও কসুর করেন নাই।

অতএব কাহারও দাবী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বা কিছু লিখিতে ও বলিতে হইলে দাবীকারকদের নিজ লিখা হইতে তাহা পেশ করা ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য নিতান্তই কর্তব্য।

তৃতীয়তঃ, এই সমস্ত ঐতিহাসিক লোকদের প্রশংসা করিয়া মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব লিখিয়াছেন যে, "তাঁহারা বড় আলেম, ফকীহ, আরবী সাহিত্যিক, হাদীসের হাফেজ, অছোলে ফেকাহ ও আকায়েদ তত্ত্ববীদ, পরহেজগার ও দরবেশ ছিলেন, সকল সময় আদেশ ও নিষেধ কার্য্যে রত থাকিতেন"।

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের এই প্রশংসা যদি সত্য হইয়া থাকে, এবং মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবকে কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, ইহারাও নিজ নিজ জমানার অন্যতম মাহদী ছিলেন, তাহা হইলে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের কি বলিবার আছে, আমরা জানি না; পক্ষান্তরে রসুলে করীম (সাঃ)-এর হাদীসের আলেম মাত্রই অবগত আছেন যে, হযরত নিজ উম্মতে বহু মাহদীর কথা বলিয়া গিয়াছেন। এইরূপ বিদ্বানগণের মতে কোন সত্য মাহদীও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

দুনিয়ার আরম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত কোন আল্লাহ্‌র প্রিয় মহা-পুরুষ এমন জন্ম গ্রহণ করেন নাই যাঁহার বিরুদ্ধে তখনকার অধিকাংশ পীর-পুরোহিত, মুন্সি-মৌলবী, মল্লা-মৌলানাগণ ক্ষিপ্ত হইয়া না উঠিয়াছে।

কাজেই মধ্য যুগের যে-সমস্ত লোকের মাহদী হইবার দাবীর কথা মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব প্রমুখ মৌলানাগণ পেশ করিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ উম্মতে মোহাম্মদীয়ার অন্যতম মাহদী ছিলেন না, একথা জোর করিয়া বলিবার কোন হেতু নাই। ঐ সমস্ত লোকদের প্রকৃত অবস্থা তখনকার রাজনৈতিক কুটিলতার আবরণে এরূপ ভাবে আচ্ছন্ন জটিল হইয়া পড়িয়াছে যে, তাঁহাদের সম্বন্ধে ঠিক নিশ্চিত ভাবে এখন কিছু বলা কঠিন।

এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত অনুসন্ধানকারী পাঠকদিগকে আমরা ইবনে আছিরের "তারিখে-কামেল" এবং আল্লামা ইবনে খুলদুনের "তারিখে ইবনে খুলদুন" পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

উল্লেখিত ঐতিহাসিক লোকদের দাবী সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক, তাহা পেশ করিয়া আমাদের আলোচ্য দাবীকারকের দাবী খণ্ডনের চেষ্টা করা অবিকৃত মস্তিকের কাজ বলিয়া মনে করা কঠিন।

উল্লেখিত ঐতিহাসিক লোকদের দাবী মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত হইলে কি মৌলানা সাহেব মনে করেন যে, আর কোন সত্য মাহদী আসিবেন না?

এক দিকে যেমন হাদীসে প্রায় ৩০ জন মিথ্যা দাবীকারকের ভবিষ্যদ্বাণী আছে, আর একদিকে হাদীসে সত্য মাহদী-মসিহ নবিউল্লাহ্‌র আগমনের ভবিষ্যদ্বাণীও ত আছে।

لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون
قريبا من ثلاثين كلهم يزعم انه رسول الله (بخارى)
... يأتى نبى الله عيسى (مسلم - بخارى)

"কেয়ামত কায়েম হইবে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না, প্রায় ৩০ জন মিথ্যা প্রবঞ্চনাকারী প্রকাশ হয়, যাহাদের প্রত্যেকেই নবী বলিয়া দাবী করিবে'; (বুখারী).. "আল্লার নবী ইসা আগমন করিবেন"—(মুস্‌লিম ও বুখারী)।

"হুজাজুল-কেরামা ফি আসারিল কেরামা" নামক বিখ্যাত কিতাবের গ্রন্থকার এই রকম ২৭ জন মিথ্যা-দাবীকারকের নাম উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

" بلجمله آنچه آنحضرت صلی الله علیه وسلم اخبار بوجود دجالین کذابین در امت فرموده بود واقع شد وعدد بست و هفت تمام شد " (حجج الكرامه)

"মোটের উপর আঁ-হযরত (সাঃ) যে, এই উম্মতের মধ্যে মিথ্যা প্রবঞ্চনাকারী দাবীকারকদের কথা বলিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ দাবীকারকদের সংখ্যা ২৭ জন পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া পূর্ণ হইয়াছে।"

এই ভবিষ্যদ্বাণী এবং আরও বহু আলামত পূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া তিনি ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন যে, **হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জামানা খুবই নিকটে।** তিনি লিখিয়াছেন—

" اهل علم گفته اند که خروج او بعد از دوازده صد سال هجرت شود ورنه از سیزده صد سال تجاوز نه کند "۔

"বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, মাহদী (আঃ) হিজরীর দ্বাদশ শতাব্দী পরে প্রকাশ হইবেন, নতুবা ত্রয়োদশ শতাব্দী হিজরী অতিক্রম করিবে না।" (হুজাজুল-কেরামা)।

তিনি আরও বলিয়াছেন—

" بخاطر می رسد که شاید برسر صد چهاردهم ظهور وی اتفاق افتد "

'আমার মনে হয়, সম্ভবতঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শীর্ষ ভাগে মাহ্দী (আঃ) প্রকাশিত হইবেন।" (হুজাজুল-কেরামা—৩৯৫ পৃঃ)

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর হাদীসে উল্লিখিত যে-আলামত দেখিয়া বিদ্বানগণ ও বুজুরগানে-দীন স্থির করিয়াছেন যে, মাহ্দী (আঃ)-এর আবির্ভাবের সময় খুবই নিকটে, এমন কি, তাঁহারা ১৩শ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও ১৪শ শতাব্দীর শীর্ষ ভাগ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন—সেই আলামতকেই 'কাদীয়ানী রদে'র গ্রন্থকার ইমাম মাহদীর (আঃ) বিরুদ্ধে পেশ করিতেছেন। "উল্টা বুজলী রাম।"

যে ঘটনা—অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ জন মিথ্যা দাবীকারীর প্রকাশ হওয়া—মাহ্দীর জামানা যে খুবই নিকটে তাহা সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে, মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব সেই ঘটনাকেই মাহ্দীর দাবী মিথ্যা হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ পেশ করিয়াছেন।

রসুলে করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ও প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্দী (আঃ)

বর্ত্তমান জামানার মৌলবী-মৌলানাগণ কাদিয়ানে আবির্ভূত প্রতিশ্রুত মসিহ্-হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর বিরুদ্ধে কতকগুলি হাদীস আওড়াইয়া নিজেদের অজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবও তাঁহার পুস্তকে ক্রমিক নম্বর দিয়া কতকগুলি হাদীস পেশ করিয়াছেন। এই সমস্ত হাদীস-ই আমাদের বিরুদ্ধবাদী মোল্লা-মৌলবীদিগকে প্রায়ই আওড়াইতে শুনা যায়।

আমরা নিম্নে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের পেশ-করা হাদীসগুলির প্রকৃত অর্থ জন-সাধারণের বিচার ক্ষেত্রে পেশ করিয়া বিবেকের সদ্ব্যবহারের আশা করিতেছি। পাঠক এই আলোচনায় মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের বিদ্যার দৌড় ও যুক্তির নমুনা দেখিতে পাইবেন।

১ নং হাদীস

عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب و رجل من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي (رواه الترمذي وابوداؤد) -

"আবদুল্লাহ্ ইবনে-মাসউদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, যতক্ষণ

পর্যন্ত আমার আহলে-বয়েত হইতে এক ব্যক্তি আরবের বাদশাহ না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে না। তাঁহার নাম আমার নামের তুল্য হইবে।" (তেরমেজি ও আবু দাউদ)

পাঠক দেখিতে পাইতেছেন, এই হাদীসে ইমাম মাহ্দীর কোন কথা নাই। আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন, "আরবের বাদশাহ্ হইবে এক ব্যক্তি।" কাদিয়ানের হযরত আহ্মদ (আঃ) মাহ্দী হইবার দাবী করিয়াছেন। "আরবের বাদশাহ্" হইবার দাবী করেন নাই। এরূপ ক্ষেত্রেই কোন কবি গাহিয়াছিলেন—

"من چه میسرایم و طنبورهٔ من چه می سراید"

"আমিই-বা গাই কি, আর আমার তবলায়ই-বা বাজায় কি ?"

দ্বিতীয়তঃ, এই হাদীসে "মোহাম্মাদ নামের হইবে" এমন কোন কথা নাই। মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব নিজেও অনুবাদ করিয়াছেন,—"আমার নামের তুল্য হইবে।" কিন্তু বন্ধনীর ভিতরে "মোহাম্মাদ নামের হইবে" ঢুকাইয়া দিয়া জন-সাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, "মোহাম্মদ নামের হইবে" আর "মোহাম্মাদ নামের তুল্য হইবে" এই কথা। মোহাম্মাদ নামের হওয়া ও মোহাম্মাদ নামের তুল্য নামের হওয়া যে, এক কথা নহে, দুইটা বিভিন্ন জিনিস না হইলে যে তুলনা হয় না, এই সহজ কথাটাও মৌলানা সাহেব বুঝিতে পারেন নাই, তাহা আমাদের ধারণার অতীত। তবে কি মৌলানা সাহেব তাঁহার পাঠক-বর্গকে বোকা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ?

তৃতীয়তঃ, এই হাদীসের এক জন রাবী 'আছেম' সম্বন্ধে হাদীস শাস্ত্র-বিশারদ ইমামগণের নিম্ন-লিখিত অভিমত এই হাদীসটির সহী হওয়া সম্বন্ধেও সন্দেহের সৃষ্টি করে—

قال احمد بن حنبل ... والاعمش احفظ منه وكان شعبة يختار الاعمش عليه في تثبيت الحديث وقال العجلي كان يختلف عليه في زر وابي وائل يشير بذالك الى ضعف روايته وقال محمد بن سعد كان ثقة الا انه كثير الخطأ في حديثه — وقال يعقوب ابن سفيان في حديثه اضطراب قال ابن ابي حراش في حديثه نكرة وقال ابو جعفر العقيلي لم يكن فيه الا سوء حفظه — قال الذهبي ثبت في القراءة وهو في الحديث دون الثبت وقال الدار قطني في حفظه شيء (مقدمة ابن خلدون) ।

"আহ্মদ ইবনে হাম্বল বলিয়াছেন, 'আমাশ' হইতে 'আসেমে'র স্মরণ-শক্তি কম ছিল এবং 'শোবা' হাদীস প্রমাণ করিতে, 'আসেমে'র পরিবর্ত্তে 'আমাশে'র হাদীস গ্রহণ করিতেন। উজায়লী বলিয়াছেন, 'জুর' ও 'আবু ওয়ায়েল' সম্পর্কে 'আসেম' সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এই কথাদ্বারা উজায়লী তাঁহার রেওয়ায়েত জয়ীফ হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। মোহাম্মাদ ইবনে-ছাদ বলিয়াছেন, তিনি বিশ্বাসী রাবী হইলেও অত্যন্ত ভুল করিতেন। ইয়াকোব ইবনে সুফিয়ান বলিয়াছেন, 'আসেমের' হাদীস বর্ণনার মধ্যে অস্থিরতা আছে। ইবনে আবী হেরাস বলিয়াছেন, 'আসেমে'র হাদীসের মধ্যে এমন কথাও আছে যাহা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। আবু জাফর উকায়লী বলিয়াছেন, 'আসেমে'র হাদীসে স্মরণ-শক্তির ত্রুটি ছাড়া আর কোন দোষ ছিল না। 'জাহবী' বলিয়াছেন, তাঁহার কোরআন পাঠ প্রামাণ্য হইলেও হাদীস-বর্ণনা প্রামাণ্য নহে। 'দারকুতনী' বলিয়াছেন, 'আসেমে'র স্মরণ-শক্তির দোষ ছিল। (মুকাদ্দামায়ে ইবনে খুলদুন)

মৌলানা রুহুল আমিন প্রমুখ মৌলানা মৌলবীগণ কোরআনের অকাট্য প্রমাণ ও সত্য মিথ্যা পরীক্ষা করিবার অকাট্য মাপকাঠি ছাড়িয়া দিয়া প্রতিশ্রুত মসিহ্ ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দাবী খণ্ডন করিবার জন্য যে সমস্ত দলীল-আদেল্লার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন তন্মধ্যে তাঁহাদের মতে এর চেয়ে বেশী মজবুত ও অধিকতর সহী

হাদীস একটিও পেশ করিতে পারেন নাই। তাই মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এই হাদীসটিকেই সকলের প্রথম পেশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রতিশ্রুত মসিহ্ হযরত ইমাম মাহদী (আ:)-এর দাবী খণ্ডনে এই হাদীসটি মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবকে কতটুকু সাহায্য করিয়াছে তাহা পাঠক দেখিতে পাইতেছেন।

এই হাদীসটি যয়ীফ, হযরত মসিহ্ মওউদ বা ইমাম মাহদী (আঃ)-এর কোন কথা এই হাদীসে নাই। "মোহাম্মাদ নামের হইবে" এই কথাও এই হাদীসে নাই; তথাপি এই হাদীসটি পেশ করিয়া অজ্ঞ জনসাধারণকে মৌলানা সাহেবের মন-গড়া কথাগুলি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

আল্লাহ্র প্রেরিত মহাপুরুষের বিরুদ্ধাচরণের ফলে তাহাদের বুদ্ধি-বৃত্তির এই শোচনীয় পরিণতি আক্ষেপের বিষয় বটে!

২ নং হাদীস

وفی روایة له قال لو لم یبق من الدنیا الا
یوم لطول الله ذالك الیوم حتی یبعث الله فیه
رجلا منی او من اهل بیتی یواطی اسمه اسمی
اسم ابیه اسم ابی و یملاء الارض قسطا وعدلا کما
ملئت ظلما و جورا (رواه ابوداؤد) -

"আবু দাউদের অন্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যদি দুনিয়ার একটি দিবস ব্যতীত বাকী না থাকে, তবে আল্লাহ্‌তা'লা উক্ত দিবসকে লম্বা করিয়া দিবেন এবং উক্ত দিবসে আমার মধ্য হইতে, কিংবা আমার বংশ হইতে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করিবেন, তাঁহার নাম আমার নামের তুল্য হইবে; তিনি ন্যায় বিচারে দুনিয়া পূর্ণ করিয়া দিবেন, যেমন জুলম ও অত্যাচারে ইহা পূর্ণ হইয়াছিল।"

পাঠক দেখিতে পাইতেছেন, এই হাদীসেও ইমাম মাহদী বা মসিহে মওউদের কোন কথার উল্লেখ নাই। 'এক ব্যক্তি হযরতের উম্মত বা হযরতের বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া ন্যায় বিচারে দুনিয়া পূর্ণ করিয়া দিবেন।" এই কথা আছে। তিনিই যে ইমাম মাহ্‌দী বা মসিহে মওউদ, এ কথা ত আঁ-হযরত (সাঃ) বলেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ, এই হাদীসের তরজমা করিতে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব یواطی اسمه اسمی বাক্যের অনূবাদ "তাঁহার নাম ও আমার নাম একই হইবে" করিয়াছেন। অথচ ১নং হাদীসে এই বাক্যটির তরজমা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব নিজেই তাঁহার নাম আমার নামের তুল্য হইবে" করিয়াছেন। একই হাদীসের বিভিন্ন রেওয়ায়েতে একই বাক্যের দুই রকম অর্থ করিলেন মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব কি উদ্দেশ্যে?

১নং হাদীসের আলোচনায় বলিয়া আসিয়াছি যে, "তাঁহার নাম আঁ-হযরতের নামের তুল্য হইবে"— এই কথা দ্বারা তাঁহার নাম ও আঁ-হযরতের নাম একই হইবে বুঝায় না। মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবও জানেন যে, মোহাম্মাদ নামের তুল্য হইবে বলিলে মোহাম্মাদ নামের হইবে এই কথা কিছুতেই প্রমাণ হয় না। কাজেই ২নং হাদীসে আসিয়া "তাঁহার নাম আমার নামের তুল্য হইবে" না লিখিয়া নিজের কল্পিত ধারণা প্রমাণ করিবার জন্য "তাঁহার নাম ও আমার নাম একই হইবে" লিখিয়া ফেলিলেন।

" یواطي " শব্দের অর্থ 'একই হইবে' করা মৌলানা সাহেবের মস্ত বড় ভুল, আরবী ভাষা মৌলানা সাহেবের এই অর্থ সমর্থন করে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় মৌলানা সাহেব এই ভুল ইচ্ছা করিয়া জনসাধারণকে ধোকা দিবার জন্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

তৃতীয়তঃ, এই হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যেও 'আসেম' বর্তমান আছেন। ১নং হাদীসের আলোচনায় আসেম সম্বন্ধে কতকটা বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। তদনুসারে এই হাদিসটিও যয়ীফ।

৩নং হাদীস

عن ابى اسحاق قال قال على و نظر الى ابنه الحسن قال ان ابنى هذا سيد كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم ويشبهه فى الخلق ولا يشبهه فى الخلق ثم ذكر قصة يملأ الارض عدلا (رواه ابوداؤد)

"আবু ইসহাক বলিয়াছেন, হযরত আলী (রাঃ) আপন পুত্র হাসানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, 'আমার এই পুত্র সৈয়দ, যেহেতু রসূলে করীম (সাঃ) তাঁহাকে এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। অচিরে তাঁহার বংশ হইতে এক ব্যক্তি আবির্ভূত হইবেন, তোমাদের নবীর নামে তাঁহার নাম হইবে, সে ব্যক্তি চরিত্রে তাঁহার তুল্য হইবেন, আকৃতিতে তাঁহার তুল্য হইবেন না। তৎপর তিনি বলিলেন, সে ব্যক্তি ন্যায় বিচারে পৃথিবীকে পূর্ণ করিবেন।" (আবু দাউদ)

প্রথমতঃ, এই হাদীসের মধ্যেও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর কোন কথাই নাই।

দ্বিতীয়তঃ, ১নং ও ২নং হাদীসের মত এই হাদীসটিও সহী কি-না এসম্বন্ধে হাদীসের ইমামগণ সন্দেহ করিয়াছেন, কারণ এই হাদীসের এক জন রাবী 'উমর ইবনে আবিকায়স'।

قال ابوداؤد فى حديثه خطا وقال الذهبى صدوق له اوهام و فى اسناده ابواسحاق النسفى كان شيعيا و روايته عن على منقطعة وكان يخلط فى اخر عمره (مقدمة ابن خلدون)

"আবু দাউদ বলিয়াছেন, উমার ইবনে আবুকায়েসে'র হাদীসে ভুল আছে। 'জাহবী' বলিয়াছেন, তিনি সত্যবাদী হইলেও তাঁহার কতকগুলি অলীক ধারণা আছে। এই হাদীসের আর এক জন 'রাবী' "আবু-ইসহাক-নসফী"। তিনি শীয়া সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন এবং তিনি তাঁহার বর্ণনা ধারাবাহিক ভাবে হযরত 'আলী'র সঙ্গে মিলাইতে পারেন নাই; আর শেষ বয়সে তিনি তাঁহার হাদীসের বর্ণনায় গোলমাল করিয়া ফেলিতেন।"

(মুকদ্দমায় ইবনে খুলদুন ও হুজাজুল কেরামা)।

অতএব এই হাদীসের উপরও নির্ভর করিয়া কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার উপায় নাই।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে-সমস্ত হাদীসে ইমাম মাহদী বা প্রতিশ্রুত মসিহ্‌র কোন কথাই নাই, অথচ সেই হাদীসগুলি সহী কি-না এসম্বন্ধেও সন্দেহ আছে, যে-সমস্ত হাদীসের উপর নিশ্চিত হইয়া কিছু বলিবার উপায় নাই, মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এই রকম হাদীসগুলিই প্রতিশ্রুত মসিহ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দাবী খণ্ডন করিবার জন্য পেশ করিয়াছেন। এরূপ করার মত ধৃষ্টতা আর কি হইতে পারে?

সত্যই কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছেন—

"الغريق يتشبث بالحشيش"

"ডুবিবার সময় লোকে তৃণ খণ্ডকেও আক্‌ড়াইয়া ধরে।"

৪নং হাদীস

عن ام سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدى من عترتى من اولاد فاطمة (رواه ابو داؤد) -

"হযরত উম্মে সালমা বলিয়াছেন যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, মাহদী আমার বংশধর হইতে ফাতেমার আওলাদ হইতে হইবেন।"

(আবু দাউদ)

প্রথমতঃ, এই হাদীস সহী হওয়া সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে।

ابو جعفر عقيلى تضعيف وى كرده است و در سندش على ابن نفيل است عقيلى گفته لا يتابع عليه و لا يعرف الا به -

"আবু জাফর উকায়লী বলিয়াছেন, এই হাদীস যয়ীফ, এবং এই হাদীসের সনদে আলী ইবনে নুফায়েল বিদ্যমান আছেন। আলী ইবনে নুফায়েলের বর্ণনার অনুসরণ করা যায় না, আর আলী ইবনে নুফায়েল ব্যতিরেকে এই হাদীস আর কেহই বর্ণনা করেন নাই।" (হুজ্জাজুল কেরামা ৩৫৩ পৃঃ)।

ইহাতে বুঝা যায় যে, এই হাদীসের উপরও নিশ্চিত ভাবে ভরসা করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, এই হাদীসকে যদি সহি বলিয়া ধরিয়াও লওয়া যায়, তাহা হইলেও শুধু এই কথাই প্রমাণ হয় যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উম্মতের মধ্যে কোন মাহদী ফাতেমার বংশধর হইতেও হইবেন; এই উম্মতের সমস্ত মাহদীই ফাতেমার বংশধর হইতে হইবেন এই হাদীস হইতে ইহা প্রমাণ হয় না; আর ইহাও প্রমাণ হয় না যে, যে মাহদীকে আঁ-হযরত (সাঃ) মসিহ বা ইসা বলিয়াছেন, সেই মাহদীও ফাতেমী বংশধর হইবেন।

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর হাদীসে একাধিক মাহদীর কথা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব একজন মাহদীর হাদীসকে আর একজনের বিরুদ্ধে কেন পেশ করেন, তাহা বুঝা দুষ্কর। কাদিয়ানের মহাপুরুষ প্রতিশ্রুত **মসীহ ও মাহদী** হইবার দাবী করিয়াছেন।

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব ইতিহাস হইতে যে-সমস্ত দাবীকারকের বড় বড় লম্বা গলায় প্রশংসা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ফাতেমী বংশীয় ছিলেন, হয় ত তাঁহাদের কাহারও দ্বারা এই হাদীস পূর্ণ হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, এই হাদীস যদি সত্য হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহা দ্বারাও কাদিয়ানে আবির্ভূত মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা প্রতিপন্ন হয়, যেহেতু তিনিও মাতৃকুলের দিক্ দিয়া ফাতেমী বংশীয় ছিলেন।

৫নং হাদীস

عن ابی سعيد الخدری قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم المهدی مني اجلي الجبهة اقنی انف يملا الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا يملك سبع سنين (رواه ابوداؤد)

"আবু সাইদ খুদরী হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, মাহদী আমার প্রিয় ব্যক্তি হইবেন; তাঁহার ললাট উচ্চ ও প্রশস্ত এবং নাসিকা উচ্চ হইবে। তিনি পৃথিবীকে ন্যায়-বিচারে পূর্ণ করিয়া দিবেন, যেমন ইহা জুলুম ও অত্যাচারে পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি সাত বৎসর আধিপত্য করিবেন।"

প্রথমতঃ, এই হাদীসেও মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব জানিয়া শুনিয়াই হউক, আর অজ্ঞতা বশতঃই হউক, মস্ত বড় ভুল করিয়াছেন।

"" منی" মিন্নী" শব্দের অর্থ মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব করিয়াছেন—"আমার বংশধর"। সকল মাহদীকেই সৈয়দ প্রমাণ করিতে হইবে এই অন্ধ প্রয়াস মৌলানা সাহেবের জ্ঞান-চক্ষুকে একেবারে অন্ধ করিয়া দিয়াছে।

'মিন্নী' শব্দের অর্থ মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব জানেন না, ইহা মনে করিতেও আমাদের লজ্জা বোধ হয়। "মিন্নী" শব্দের অর্থ যদি মৌলানা সাহেব বংশধর করিতে চান তাহা হইলে নিম্নলিখিত হাদীসগুলিতে তিনি "মিন্নী" শব্দের কি অর্থ করিবেন?

"عن عمران بن حسين ان النبی صلی الله عليه وسلم قال ان عليا منی وانا منه"

"এমরাণ ইবনে হুসাইন হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, আলী আমার এবং আমি আলীর।" (মিশকাত, ৫৬৪ পৃঃ)

عن عباس قال رسول الله صلی الله عليه وسلم العباس منی وانا منه - رواه الترمذی

"হযরত আব্বাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, আব্বাস আমার এবং আমি আব্বাসের।" তিরমেজি ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। (মিশকাত, ৫৭০ পৃঃ)

আরও শুনুন

عن جعفر عن ابيه عن جده قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ابشروا وابشروا انما مثل امتى
مثل الغيث لا يدرى اخره خير ام اوله او كحديقة
اطعم منها فوج عاما ثم اطعم منها فوج عاما لعل
اخرها فوجا ان يكون اعرضها عرضا واعمقها عمقا و
احسنها حسنا كيف تهلك امة انا اولها والمهدى
وسطها والمسيح اخرها لكن بين ذالك فيج اعوج
ليسوا منى ولا انا منهم (مشكواة ٥٨٣)

"হযরত জাফর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, আনন্দিত হও, আনন্দিত হও, নিশ্চয়ই আমার উম্মতের দৃষ্টান্ত সেই মেঘের মত যাহার প্রথম দিকটা ভাল, কি শেষের দিকটা ভাল, তাহা বলা যায় না; কিংবা সেই বাগানের মত যে-বাগান হইতে একদল লোককে এক বৎসর খাইতে দেওয়া হইয়াছে এবং আর এক দল লোককে আর এক বৎসর খাইতে দেওয়া হইয়াছে। হইতে পারে, এই উম্মতের শেষের দিকটা অধিকতর বিস্তৃত, অধিকতর গভীর এবং অধিকতর উৎকৃষ্ট হইবে। কেমন করিয়া সেই উম্মত ধ্বংশ হইতে পারে, যাহার প্রথম দিক্ দিয়া আমি এবং মধ্যভাগে মাহদী, আর শেষের দিক্ দিয়া মসিহ হইবেন। কিন্তু ইহার মধ্যবর্ত্তী সময়ে বক্রগামী দল হইবে; তাহারা আমা হইতে নয় এবং আমি তাহাদের হইতে নহি; অর্থাৎ তাহাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই।" (মিশ্‌কাত)

এই হাদীসেও 'মিন্নী' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কোন মৌলানা সাহেব বলিতে পারেন কি যে, মধ্য যুগের বক্রগামী দল ব্যতিরেকে বাকী সমস্ত নেক্ মোসলমানগণ হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর বংশধর? যদি তা না হয়, তাহা হইলে 'মিন্নী' শব্দের অর্থ মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব 'বংশধর' করিলেন কি অজ্ঞতা বশতঃ, না জন-সাধারণকে ধোকা দিবার মানসে?

আর যদি 'মিন্নী' শব্দ দ্বারা আধ্যাত্মিক বংশধর মনে করা হয়, তাহা হইলে মধ্য যুগের বক্রগামী দল ছাড়া বাকী সকল নেক মোসলমানই রসুল করীম (সাঃ)-এর বংশধর; এই হিসাবে কাদিয়ানে আবির্ভূত ইমাম মাহদী (আঃ)-ও আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বংশধর বলিয়া কথিত হইতে পারেন।

এতদ্ব্যতীত এই হাদীস দ্বারা একাধিক মাহদীর কথাও প্রমাণ হয়, আর এই কথাও প্রমাণ হয় যে, শেষ যুগের মসিহ মওউদ (আঃ)-ও এই উম্মতে মোহাম্মদীয়া হইতেই হইবেন; কারণ, শেষ যুগে এই উম্মতে মোহাম্মাদীয়াকে ধ্বংশ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে মসিহের কথা এই হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহার আছমান হইতে নামিয়া আসার কোন কথাই নাই, আর তাঁহার সঙ্গে অন্য কোন মাহদীর কথাও নাই; তাহাতে মসিহে মওউদ (আঃ)-এর জামানাতে যে আর কোন পৃথক মাহদী হইবেন না, ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

দ্বিতীয়তঃ, এই ৫নং হাদীসে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব يملك سبع سنين কথার অর্থ "পৃথিবীর অধিপতি হইবেন" করিয়াছেন। এখানে "পৃথিবী" বুঝায় এমন কোন শব্দ নাই। মৌলানা সাহেব 'পৃথিবী' শব্দ অতিরিক্ত করিয়া হাদীসের মধ্যে 'তহরীফ' অর্থাৎ অন্যায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। আর এই সাত বৎসরের কথাও রাবীর ভুল বলিয়া অনুমিত হয়; কারণ এই সাত বৎসরের কথায় মুহাদ্দেসগণ একমত হইতে পারেন নাই। كما لا يخفى على الماهر

তৃতীয়তঃ, এই ৫নং হাদীসে প্রশস্ত ললাট, উচ্চ নাসিকা ইত্যাদি শব্দ দ্বারা প্রতিশ্রুত মাহদীর যে

হুলিয়া বা আকৃতি বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা দ্বারাও কাদিয়ানে আবির্ভূত মাহদী (আঃ)-এর সত্যতাই প্রমাণিত হয়। কারণ, কাদিয়ানে আবির্ভূত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আকৃতি বা হুলিয়া হাদীসে বর্ণিত এই আকৃতির সম্পূর্ণ অনুরূপ।

আর "পৃথিবী হইতে জুলুম ও অত্যাচার দূর করিয়া ইহাকে ন্যায় বিচারে পূর্ণ করিয়া দিবেন"—এই কথার অর্থ বুঝিতে হইলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জগতের শ্রেষ্ঠতম কল্যাণ—হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) অপেক্ষা অধিক আর কেহ দুনিয়াকে জুলুম ও অত্যাচারের পরিবর্ত্তে ন্যায় বিচারে পূর্ণ করিতে পারে বলিয়া কোন মোসলমান বিশ্বাস করিতে পারে না। হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) যে শিক্ষা প্রচার করিয়া পৃথিবীকে জুলুম ও অত্যাচারের হাত হইতে মুক্ত ও ন্যায়বিচারে পূর্ণ করিয়া ছিলেন, সেই শিক্ষার পুনঃ প্রতিষ্ঠা দ্বারাই মসিহে মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ) দুনিয়াকে আবার ন্যায়-বিচারে পূর্ণ করিয়া দিবেন। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জড়-বাদীতা বিশ্বমানবতার উপর যে প্রকার জুলুম ও অত্যাচার করিয়াছে, কাদিয়ানে আবির্ভূত মহাপুরুষের আবির্ভাব এই বিশ্বগ্রাসী জড়বাদীতার চাকচিক্যময় শীষ-মহলে এক মহা ভূমিকম্প উত্থাপন করিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে দুনিয়া দেখিতে পাইবে, পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যময় শীষ-মহলের পরিবর্ত্তে ইসলামীয় বিশ্ব-মানবতার সাদা মিনার হইতে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের প্রেমের বাণী নিনাদিত হইতেছে। কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এই মহা পরিবর্তনের সূচনা করিয়া গিয়াছেন; ফলে জড়বাদীতার কেন্দ্রস্থল লণ্ডন ও চিকাগো ইত্যাদি মহানগরীগুলি হইতেও বিশ্ব-মানবতার মিলনের বাণী প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

জগতের উত্থান-পতন ও আবর্তন-বিবর্তনের প্রতি যাহাদের লক্ষ্য আছে, যাহাদের মস্তিষ্ক দুনিয়ার ভূত-ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিতে অভ্যস্ত, তাহারা জগতের বর্তমান সভ্যতার আশু পরিবর্তনের লক্ষণ লক্ষ্য করিয়া স্তম্ভিত হইতেছে।

কিন্তু, হায় রে আখেরী জমানার মৌলবীগণ! তাহারা যে এখনও বিশ্বাস করে, দুনিয়া গোল নহে, চেপ্টা এবং আসমানগুলি ধাতু-নির্ম্মিত! তাহাদিগকে বুঝাইব কেমন করিয়া?

৬নং হাদীস

وفی خده الایمن خال اسود

"আর তাঁহার দক্ষিণ গণ্ডদেশে কাল তিলক হইবে।"

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব তরজমা করিয়াছেন, "মাহদীর ডাইন চেহারাতে কাল তিলক হইবে।"

এই হাদীসে মাহ্‌দীর কোন নাম-গন্ধও নাই। মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব রসুল করীম (সাঃ)-এর হাদীসের মধ্যে নিজের মতলব মত শব্দ ঢুকাইয়া দিয়া তহ্‌রীফ বা অন্যায় হস্তক্ষেপ করিতে পরওয়া করেন না, এই জন্যই মৌলানা সাহেব এই হাদীসের আগা-গোড়া কিছুই উল্লেখ করেন নাই, এবং 'কাঞ্জোল-ওম্মাল' কিতাবের ১৯৫৬ পৃষ্ঠার উল্লেখ করিয়াছেন। পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে 'কাঞ্জোল-ওম্মালের' কোন খণ্ডেই ১৯৫৬ পৃষ্ঠা নাই; ১৯৫৬ নং হাদীসকে ১৯৫৬ পৃষ্ঠা বর্ণনা করা কি ধোকা দিবার জন্য, না ভুল বশতঃ, তাহা পাঠকের বিচারের উপর ন্যস্ত করিলাম। কিন্তু 'কাঞ্জোল-ওম্মাল' কিতাবের প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠায় এই রকম দশ বারটি করিয়া হাদীস সন্নেবেশিত আছে। এরূপ ক্ষেত্রে হাদীসের নম্বরকে কিতাবের পৃষ্ঠা বলিয়া কেমন করিয়া ভুল করা যাইতে পারে, তাহা বুদ্ধির অগম্য। যাক্, এখানে পূর্ণ হাদীসটি প্রদত্ত হইল। তাহা পাঠ করিলে পাঠকের বুঝা সহজ হইবে যে, কি উদ্দেশ্যে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব কিতাবের 'হাওয়ালা' (Reference) দিতে গোলমালের সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

ستكون بينكم وبين الروم اربع هدن يوم الرابع
على يد رجل من ال هارون يدوم سبع سنين قيل
يا رسول الله من امام الناس يومئذ قال من ولدي
ابن اربعين سنة كان وجهه كوكب دري في خده
الايمن خال اسود عليه عباءتان قطوانيتان كانه
من رجال بني اسرائيل يملك عشر سنين يستخرج
الكنوز ويفتح مدائن الشرك —

"তোমাদের মধ্যে এবং খ্রীষ্টানদের মধ্যে চারিবার সন্ধি হইবে, চতুর্থ বার হারানের বংশধর একজন লোকের হাতে সন্ধি হইবে। তখন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, হে আল্লাহ র রসুল! সেই সময় লোকের ইমাম কে হইবেন? আঁ-হযরত বলিলেন, আমার বংশধরদের মধ্যে একজন ৪০ বৎসর বয়স্ক লোক, তাঁহার চেহারা উজ্জল নক্ষত্রের মত ও তাঁহার দক্ষিণ গণ্ড দেশে কাল তিলক হইবে। তিনি 'কোত্ওয়ানী' জাতীয় কাপড়ের দুইটি 'আবা' পরিহিত থাকিবেন; তিনি যেন বনি-ইস্রায়ীলের লোক এরূপ বোধ হইবে, দশ বৎসর আধিপত্য করিবেন, এবং ধন-ভাণ্ডার বাহির করিবেন, ও শিরকের নগরগুলি জয় করিবেন।"

পাঠক দেখিতে পাইলেন যে, এই হাদীসের মধ্যে ইমাম মাহ্দীর কোন নাম-গন্ধও নাই। হাদীসের আগা-গোড়া কিছুই উল্লেখ না করিয়া, প্রতারণা-মূলক Reference দিয়া মধ্য হইতে একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া ইহাকে ইমাম মাহদীর উপর আরোপ করার মধ্যে কি সাধু উদ্দেশ্য থাকিতে পারে তাহা পাঠক বিবেচনা করুন। আমাদের জিজ্ঞাস্য শুধু এই যে, এই হাদীসের মধ্যে তিনি ইমাম মাহদীর কথা কোথায় পাইলেন এবং কেন তিনি রসুলে করীম (সাঃ)-এর হাদীসের মধ্যে 'তহ্রীফ' বা অন্যায় হস্তক্ষেপ করিলেন? এই রকম লোকের জন্য হযরত রসুলে করীম (সাঃ) কি বলিয়াছেন. তাহা কি মৌলানা সাহেবের জানা নাই?

৭নং হাদীস

বোরহান কিতাবে আছে—

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف
المهدي فذكر ثقلاً في لسانه —

"নিশ্চয় রসুলুল্লাহ (সাঃ) মাহদীর লক্ষণ বর্ণনা করিতে বলিয়াছেন যে, তিনি 'তোতলা' হইবেন।"

এই হাদীস উল্লেখ করিয়া মৌলানা রুহল আমিন সাহেব আমাদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই এখনও জীবিত আছেন; তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে মৌলানা সাহেব অক্লেশে জানিতে পারিতেন যে, এই লক্ষণটি তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল; অর্থাৎ তাঁহার কথা বলিবার সময় অনেক সময় তোত্লামি প্রকাশ পাইত।

বস্তুতঃ, কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর এই লক্ষণটি আহমদীয়া গ্রন্থাদিতে প্রকাশও করা হইয়াছে। আশা করি, সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য পাঠকগণ এবিষয়ের অনুসন্ধান করিবেন।

মৌলানা রুহল আমিন সাহেব অজ্ঞতা বশতঃ এই হাদীসটি তাঁহার বিরুদ্ধে পেশ করিয়াছেন।

৮নং হাদীস

عن ابي سعيد الخدري قال ذكر رسول الله
صلى الله عليه وسلم بلاء يصيب هذه الامة حتى
لا يجد الرجل ملجأ اليه من الظلم فيبعث الله رجلاً
من عترتي واهل بيتي فيملأ به الارض قسطا وعدلاً
كما ملئت ظلما وجورا يرضى به ساكن السماء و
ساكن الارض لا تدع السماء من قطرها شيئا الا صبته
مدرارا ولا تدع الارض من نباتها شيئا الا اخرجته
حتى يتمنى الاحياء الاموات يعيش في ذالك
سبع سنين او ثمان سنين او تسع سنين —

"আবু সাইদ খুদরী হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সা:) বলিয়াছেন এক বিপদের কথা, যাহা এই উম্মতের উপর পতিত হইবে; এমন কি, তখন লোক অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কোন আশ্রয় খুঁজিয়া পাইবে না। 'তৎপর আল্লাহ্‌তালা আমার বংশ হইতে এক ব্যক্তিকে উৎপন্ন করিবেন, তিনি পৃথিবীকে ন্যায় বিচারে পূর্ণ করিবেন, যেমন ইহা জুলুম ও অত্যাচারে পূর্ণ হইয়াছিল'। আসমানের অধিবাসিগণ এবং জমিনের অধিবাসিগণ তাঁহার উপর সন্তুষ্ট থাকিবেন। আসমান উহার বৃষ্টি সমূহের কিছুই বাকী রাখিবে না, বরং উহা মুষলধারে বর্ষণ করিবে, জমি উহার উদ্ভীদরাজি কিছুই বাকী রাখিবে না বরং সমস্তই উৎপাদন করিবে; এমন কি জীবিতেরা মৃতদের (জীবিত থাকার) কামনা করিবে। তিনি এই অবস্থায় সাত, কি আট, কি নয় বৎসর জীবিত থাকিবেন।"

(মিশকাত)

প্রথমতঃ, এই হাদীসে ইমাম মাহদীর কোন কথা নাই। মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব কি মনে করেন যে, হযরতের বংশধরদের মধ্যে একমাত্র ইমাম মাহদী ছাড়া আর কেহই জুলুম ও অত্যাচারে পূর্ণ দুনিয়াতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠীত করিতে সক্ষম হইবেন না? কিংবা একমাত্র ইমাম মাহদী ছাড়া হযরতের উম্মতের মধ্যে আর কোন সাধু মহাপুরুষের উদ্ভব হইবে না? তাহা হইলে হযরতের উম্মতের মত এরূপ হতভাগা উম্মত আর কখনও হইয়াছে কি না সন্দেহ!

দ্বিতীয়তঃ, মুহাদ্দিস ইমাম জাহবী এই হাদীসকে সন্দিগ্ধ বলিয়াছেন:—

قال الذهبی اسناده مظلم

"জাহবী বলিয়াছেন, এই হাদীসের সনদ অন্ধকার পূর্ণ" (ইবনে খুলদুন)

এই হাদীস সহীই হউক, আর যয়ীফই হউক, ইহাতে ইমাম মাহদীর কোন কথা নাই। এই হাদীসটি কেন এক্ষেত্রে পেশ করা হইল?

৯নং হাদীস

عن ام سلمة عن النبی صلی الله علیه وسلم قال یكون اختلاف عند موت خلیفة فیخرج رجل من اهل المدینة هاربا الی مكة فیأتیه ناس من اهل مكة فیخرجونه وهو كاره فیبایعونه بین الركن و المقام ویبعث الیه بعث من الشام فیخسف بهم بالبیداء بین مكة والمدینة فاذا رأی الناس ذالك أتاه ابدال الشام وعصائب اهل العراق - فیبایعونه - ثم ینشأ رجل اخواله كلب فیبعث الیهم بعثا فیظهرون علیهم وذالك بعث كلب و یعمل فی الناس سنة نبیهم ویلقی الاسلام بجرانه فی الارض فیلبث سبع سنین ثم یتوفی ویصلی علیه المسلمون (رواه ابوداود)

"হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, একজন খলিফার মৃত্যুর সময় মত-ভেদ উপস্থিত হইবে, এমন সময় মদিনাবাসী এক ব্যক্তি মক্কার দিকে পলায়ন করিয়া যাইবেন। ইহাতে মক্কাবাসী কতকগুলি লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বাহির করিয়া আনিবেন; কিন্তু তিনি ইহাতে নারাজ থাকিবেন। তখন তাঁহারা 'রুকন' ও মকামে-ইব্রাহিমের মধ্যবর্ত্তী স্থানে তাঁহার বয়েত গ্রহণ করিবেন। তৎপর তাঁহার বিরুদ্ধে শ্যাম (Syria) দেশ হইতে একদল সেনা প্রেরিত হইবে, তাঁহারা মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্ত্তী স্থানে ধ্বসিয়া যাইবে। যখন লোকে ইহা দেখিতে পাইবে, তখন শ্যাম (Syria) দেশের অলিউল্লাগণ এবং এরাক দেশের কতিপয় দল তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার বয়েত গ্রহণ করিবেন। তৎপর কোরেশ বংশীয় একটি লোক উত্থিত হইবে। তাহার মাতুলগণ কলব বংশীয় হইবে। অতঃপর তাহারা উহাদের উপর জয়লাভ করিবে। ইহাই কলবের সৈন্য প্রেরণ। তিনি (মদিনা হইতে

মক্কায় পলায়নকারী ব্যক্তি) রসুলের সুন্নত অনুসারে কার্য্য করিবেন। ইসলাম নিজের গ্রীবা-দেশকে জমির উপর স্থাপন করিবে। তিনি সাত বৎসর জীবন অতিবাহিত করিবেন, তৎপর তাঁহার মৃত্যু হইবে। মোসলমানগণ তাঁহার জানাজার নামাজ পড়িবেন।"

প্রথমতঃ (ক) **এই হাদীসে ইমাম মাহদী সম্বন্ধে কোন কথাই নাই।** এই হাদীসকে ইমাম মাহদী সম্বন্ধে পেশ করা ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নহে। এই হাদীসে কোন একজন খলিফার মৃত্যুর সময় মোসলমানদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইবে, মাত্র এই কথাই আছে। এইরূপ মতভেদ বহু খলিফার মৃত্যুর সময় নূতন খলিফা নির্ব্বাচনের উপলক্ষে হইয়াছে। এই খলিফা নির্বাচনের বেলায় যে ইমাম মাহদী (আঃ) বাহির হইবেন তাহা আঁ-হযরত (সাঃ) বলেন নাই।

(খ) এই হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ হইয়াছে যে, এই ঘটনার সময় ইসলাম নিজ গ্রীবা-দেশ জমির উপর স্থাপিত করিবে, অর্থাৎ পৃথিবীতে ইসলাম প্রবল পরাক্রান্ত হইবে। ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এই ঘটনা হযরত ইমাম মাহদীর সময়ের নহে। কারণ হযরত ইমাম মাহদী আসিবার কথা তখনই, যখন দাজ্জালের উৎপাতে মোসলমানদের অবস্থা অতি শোচনীয় হইবে

(গ) এই হাদীস সম্বন্ধে আল্লামা ইবনে খুলদুনের অভিমত এই যে,—

فتبيين بذالك المبهم فى الاسناد

"এই হাদীসের সনদ অস্পষ্ট।"

তিনি আরও বলেন—

ويقال من رواية قتادة عن ابى خليل وقتادة مدلس وقد عنعنه والمدلس لا يقبل من حديثه الا ما صرح به بالسماع مع ان الحديث ليس فيه تصريح بذكر المهدى (ابن خلدون)

"এই রেওয়ায়েত 'কাতাদা' হইতে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া কথিত আছে; আর 'কাতাদা' আবু খলিল হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদা 'মুদল্লিস' ছিলেন অর্থাৎ তিনি নিজে কাহার নিকট হইতে শুনিয়াছেন, তাঁহার উল্লেখ না করিয়া এমনভাবে উপরের লোকের নাম বর্ণনা করিতেন যেন তিনি নিজেই শুনিয়াছেন। মুদাল্লিসের বর্ণিত হাদিস গ্রহণযোগ্য হয় না—যদি না তিনি নিজে কাহার নিকট হইতে শুনিয়াছেন তাহা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করেন। **এতদ্ব্যতীত এই হাদীসে মাহদীর কোন উল্লেখ নাই।"**

(ঘ) মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এই হাদীসের তরজমার কয়েক জায়গাতে **'ইমাম মাহদী' শব্দ নিজ তরফ হইতে ঢুকাইয়া দিয়াছেন,** ইহার ফলে আরবী না জানা লোকদের জন্য ধোকার সৃষ্টি হওয়ার খুবই সম্ভাবনা আছে, অথচ কেন যে তিনি এরূপ করিলেন তাহা তিনিই জানেন। কোন আরবী জানা লোক যদি মৌলানা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এই হাদীসে ত "ইমাম মাহদী" শব্দ নাই, আপনি ইমাম মাহদী শব্দটি কোথায় পাইলেন? তখন তিনি কি জওয়াব দিবেন?

আর এক জায়গায় তরজমা করিতে ত মৌলানা সাহেব তাঁহার বিদ্যার হাঁড়ী হাটের মাঝখানে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি "عصائب اهل العراق" এই কথার তরজমা করিয়াছেন—"এরাকবাসী আসায়েব নামক অলিউল্লাহ্গণ।

আছায়েব শব্দের অর্থও বঙ্গ-বিখ্যাত আলেম ও লিখক মৌলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব জানেন না, এই কথা চিন্তা করিতেও আমরা লজ্জা বোধ করি। দুঃখের বিষয় তাঁহার 'কাদিয়ানি রদ' পাঠ করিয়া অন্যরূপ ধারণা করা সম্ভব নহে।

আরবী ভাষার প্রাথমিক শিক্ষার্থী ছেলেরাও জানে যে, عصائب শব্দটি عصابة বা عصبة এর বহুবচন। عصبة শব্দের অর্থ—"কতিপয় লোকের সমষ্টি"। কোরান শরীফে আছে, হযরত ইয়োসোফ (অঃা)-এর ভাইগণ

বলিয়াছিলেন, ونحن عصبة (يوسف) "আর আমরা একটা দল।"

নেহায়া নামক অভিধানে আছে—

العصائب جمع عصابة وهو الجماعة من الناس من العشر الى الاربعين -

অর্থাৎ "আছায়েব' 'এছাবা' শব্দের বহু বচন, যাহা দশ জন হইতে চল্লিশ জনের সমষ্টিকে বুঝায়।"

আমাদের অনুরোধ এই যে, মৌলানা সাহেব হাদীসের কিতাবগুলি ঘাটাঘাটি করিবার পূর্বে অন্ততঃ হাদীসে উল্লিখিত শব্দগুলির সঠিক অর্থ জানিয়া লইবার চেষ্টা যেন করেন।

(৬) এই হাদীস যদি ইমাম মাহদী (আঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হইয়া থাকে, আর হাদীসের সবগুলি কথাকে আঁ-হযরত (সাঃ) এর বর্ণনা বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন সে, ইমাম মাহদী (আঃ)-কে সেই জমানার সব লোকেই গ্রহণ করিবেন বলিয়া মৌলানা সাহেবগণ যাহা প্রচার করিয়া থাকেন তাহা মিথ্যা। কারণ এই হাদীসে দেখা যায়, একদল শাম (Syria) দেশীয় লোক ইমাম মাহদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে।

দ্বিতীয়তঃ, ইস্‌লামের ইতিহাস ও হাদীস শাস্ত্রে অভিজ্ঞ আলেমগণ অবগত আছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জুবেরের ঘটনায় এই হাদীসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে।

সহী মুস্‌লিমের নিম্নলিখিত হাদীসটি পাঠ করিলে পাঠক উল্লিখিত হাদিসের প্রকৃত মর্ম্ম সম্বন্ধে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাইবেন।

وفي رواية المسلم عن عبيد الله ابن القبطية دخل الحارث ابن ابي ربيعة وعبد الله ابن صفوان وانا معهما على ام سلمة ام المؤمنين فسألها عن الجيش الذي يخسف به وكان ذالك في ايام ابن الزبير فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ عائذ بالبيت فيبعث اليه بعث فاذا كانوا بالبيداء من الارض خسف بهم (مسلم كتاب الفتن) -

"মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে উবাইদিল্লাহ ইবনে কেব্‌তিয়া বলিলেন যে, ইবনে জুবেরের জমানাতে হারেস ইব্‌নে আবু রাবিয়া ও আবদুল্লাহ্ ইবনে সাফ্‌ওয়ান আমাকে সঙ্গে লইয়া উম্মুল মোমেনিন উম্মে সালমার (রাঃ) নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সেই সৈন্য দল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন যাহাদের ধ্বসিয়া যাইবার কথা আছে। তখন তিনি বলিলেন, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, একজন আশ্রয়-প্রার্থী বয়তুল্লাতে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, তাঁহার বিরুদ্ধে এক দল সৈন্য প্রেরিত হইবে; সেই সৈন্য দল বৃক্ষ-লতা শূন্য মাঠে উপস্থিত হইলে ধ্বসিয়া যাইবে।"

এই রেওয়ায়েত হইতে স্পৃষ্ট বুঝা যায় যে ইবনে জুবেরের সময়কার ঘটনাবলি দেখিয়া হযরতের সাহাবিগণও অনুমান করিয়াছিলেন যে, সৈন্যদল ধ্বসিয়া যাওয়া সংক্রান্ত হাদীস পূর্ণ হইয়াছে।

ইতিহাস

হযরত মাবিয়ার মৃত্যুর পর খেলাফত নিয়া মতভেদ উপস্থিত হয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জুবের মদিনা হইতে পলায়ন করিয়া মক্কাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং হেজাজ-বাসিগণ আবদুল্লাহ্ ইবনে জুবেরকে খলিফা মানিয়া লইয়া বয়েত করেন। তাহার বিরুদ্ধে শাম (Syria) দেশের দেমাস্ক হইতে এজিদ কর্ত্তৃক সৈন্য প্রেরিত হয়। পথি মধ্যেই সেনাপতির মৃত্যু হয়। এবং অতঃপর মক্কা অবরোধ কালে এজিদের মৃত্যু হয়। এজিদের মৃত্যু সংবাদ শুনিতে পাইয়া ঐ সৈন্য-দল ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া যায়। অতঃপর এরাক দেশ ও শাম দেশ হইতে প্রতিনিধি দল আসিয়া হযরত আবদুল্লাহ্

ইবনে জুবেরের বয়ত গ্রহণ করেন। প্রকাশ থাকে যে, এজিদের মাতুলগণ কলব-বংশীয় ছিল।

তারপর আবদুল মালেক ইবনে মারোওয়ান হাজ্জাজ ইবনে ইয়োসুফের অধিনায়কতায় সৈন্য প্রেরণ করিয়া আবদুল্লাহ ইবনে জুবেরের উপর জয়লাভ করেন এবং তাঁহাকে নিহত করেন। (তারিখুল-উম্মত ও তারিখুল-খুলাফা নামক ইতিহাস দ্রষ্টব্য)।

এই সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উপরোক্ত হাদীসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জুবেরের ঘটনাবলী দ্বারা যে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে তাহাই পরিষ্কার বুঝা যায়।

(ক্রমশঃ)

॥ চলতি দুনিয়ার হালচাল ॥

মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী

খেলাফত আল্লাহ্‌র দান ঃ

নবী রসুলগণকে আল্লাহ্‌তালা তাঁর খাছ খলিফা রূপে প্রেরণ করে থাকেন। এতে কারো কোন হাত থাকে না। মানুষের অধঃপতন যখন চরমে পৌঁছে, যখন মানুষ তার জীবনের লক্ষ্য হতে বিচ্যুত হয়, স্রষ্টার ইচ্ছা সম্পূর্ণ ভুলে যায়, তখনই আল্লাহ্‌তালা তাঁর পরম আদরের সৃষ্টি আদম সন্তানকে পথ দেখানোর জন্য নবী রসুল প্রেরণ করে থাকেন। তাঁদের ওফাতের পর যাঁরা তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হন, তাঁদেরকেও খলিফা বলা হয়। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রাঃ) খলিফা হন। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর হযরত ওমর (রাঃ) খলিফা পদে বরিত হন।

নবী বা রসুলের ওফাতের পর যিনি খলিফা হন, তাতেও আল্লাহ্‌র হাত বিশেষভাবে কাজ করে থাকে। এনিয়ে বিস্তারিত আলোচনার না গিয়ে খেলাফত আন্দোলনের কথা বিবেচনা করলেই বিষয়টি বুঝতে সহজ হবে। মোসলেম জাহান নিজেদের চেষ্টায় খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য বহু কোশেশ করেছে। এনিয়ে কত যে আন্দোলন করেছে, তার ইতিহাস লিখতে গেলে বিরাট পুস্তক হয়ে পড়বে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা সফলকাম হতে পারেনি। তাদের এই ব্যর্থতার প্রধান কারণ হলো তখন আল্লাহ্‌তালা হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)-কে মসিহ মওউদ রূপে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। তাঁকে নবুওতের দরজা দান করে স্রষ্টা তাঁর চিরাচরিত সুন্নত মোতাবেক দুনিয়াতে নবুওতরূপ খেলাফত প্রতিষ্ঠীত করেন।

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর ওফাতের পর মানবীয় চেষ্টার সাথে খোদার রহমতের সংযোগে হযরত নূরুদ্দীন (রাঃ) আহ্‌মদীয়া জামাতের খলিফা হন। তাঁর তিরোধানের পর জামাতের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের অনেকেই মানবীয় চেষ্টায় খেলাফতকে করায়ত্ব করতে চান। তাঁদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন মরহুম মৌলানা মোহাম্মাদ আলী, মরহুম খাজা কামালউদ্দিন প্রমুখ। কিন্তু খোদার রহমতে তাঁদের চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা

করার আছে। ইবলিশ হযরত আদম (আঃ)-এর খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়। কারণ দর্শায় যে, সে আগুনের সৃষ্টি আর আদম হলো মাটির সৃষ্টি। অর্থাৎ মনগড়া অহংকারই বিদ্রোহের কারণ। মাটির চেয়ে আগুন বড় এর মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্য নেই। সুতরাং অহংকার মানুষের আধ্যাত্মিক পতনের একটি প্রধান কারণ। ইহা সব যুগেই সত্য। সারা মোসলেম জাহান যেমন ব্যর্থ হলো, তেমনি খোদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে মৌলানা মোহাম্মাদ আলী সাহেব তাঁরাও ব্যর্থ হলেন।

শুনেন তবে খবরটা ঃ

ইদানিং রয়টারের এক খবরে প্রকাশ যে, গত বৎসর বিশ্বে একশত কোটি পাঁচ লক্ষ ছাপান্ন হাজার দুই শত পঞ্চাশ মণ বিয়ার পান করা হয় বলিয়া ওয়েলিংটনের মস্ত ব্যবসায়ী মিঃ কেলিস মন্তব্য করেন!

বিয়ার পানের ক্ষেত্রে বেলজিয়াম, পশ্চিম জার্মানী, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে। এ সকল দেশের লোকেরা প্রতিবৎসর গড়ে মাথাপিছু দেড় মন বিয়ার পান করে।

আগামী বৎসর নিউজিল্যাণ্ডেই ৭৯ লক্ষ ৪২ হাজার ৫ শত মণ বিয়ারের প্রয়োজন হবে। নিউজিল্যাণ্ডের শুল্ক কর্তৃপক্ষ গত বৎসর কেবলমাত্র বিয়ারের শুল্ক হতে এক কোটি ৬৪ লক্ষ পাউণ্ড ষ্টার্লিং সংগ্রহ করেছেন বলে জানা গেছে।

খবরটির সাথে আরো কয়েকটি তথ্য সংযোজিত হলে বিয়ারের খবরটি পূর্ণতা লাভ করতো। মদ্য পান করে কতগুলি অসামাজিক কাজ সমাধা করা হয়েছে, এতে রাস্তায় কত দুর্ঘটনা ঘটেছে, কতজন এজন্য পরপারে পাড়ি দিয়েছে ইত্যাদি। পত্রিকাদিতে ত প্রায়ই দেখা যায় বিশেষ করে উৎসবাদির দিনে (বড়দিন, নববর্ষ ইত্যাদিতে) যুক্ত রাষ্ট্রের মত উন্নত দেশেও শত শত লোক মাতাল হয়ে রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটায়, নিজে মরে এবং অন্যেরও মৃত্যুর কারণ হয়। মদ্য পানের দরুণ অনেকের পারিবারিক জীবন যেন দোজখের রূপ ধারণ করে। মদের নেশা তাদের বৈষয়িক প্রাচুর্যের সব সুখশান্তি ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

এমনটি কেন হয়? এ প্রশ্নের সহজ সরল উত্তর হলো আল্লাহ্‌তালা মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ করে সৃষ্টি করতে গিয়ে তাকে বিবেক বুদ্ধি দিয়েছেন। কিন্তু নেশাগ্রস্ত মানুষ দিশা অর্থাৎ বিবেক বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। দিশাহারা হলে মানুষ নীচাদপি নীচে চলে যায়। সে নিজের উপর হতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। তখন তার জন্য চালক হিসাবে গাড়ী ঘোড়া, যানবাহনের উপর হতে নিয়ন্ত্রন হারানো অতি স্বাভাবিক। এ অবস্থাতেই এতসব দুর্ঘটনা ঘটে থাকে।

এসব দিক বিবেচনা করলেই নেশার দ্রব্যাদি ত্যাগ করার বিষয়ে কোরআন করীমের শিক্ষা, রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবাদের জীবনাদর্শ বর্তমান জগতের কত প্রয়োজন তা হৃদয়ংগম করতে বেগ পেতে হয় না।

অনেকে নেশার দ্রব্যাদি হতে সরকারের যে আয় হয়, এর উপর জোর দিয়ে বলেন যে, এতে দেশের উন্নয়নের কাজে কত সহায়ক হয়। তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই মানুষের নৈতিক অধঃপতন ঘটায়ে যে উন্নয়ন সাধন করা হয় তাতে শেষ পর্যন্ত লাভবান হয় কি? যাদের কাছে লাভ ও লোভ মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন হতে বড়, তাদের কথা অবশ্য আলাদা।

*

॥ সংবাদ ॥

আবু আরেফ মোঃ ইসরাইল

গত ২৭শে মে তারিখে ঢাকা আঞ্জুমানে আহ্মদীয়ার উদ্যোগে খেলাফত দিবস উপলক্ষে এক সভার আয়োজন করা হয়। মগরিবের নামাযের পর সভার কাজ আরম্ভ হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব এস. এম. হাসান C. S. P. কোরআন আবৃত্তির পর সভার কার্য আরম্ভ হয়। সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী সাহেব, জনাব দৌলত আহ্মদ খাঁ খাদিম সাহেব ও জনাব আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ সাহেব।

● ● ●

জনাব মীর হাবিব আলী সাহেবের জ্যৈষ্ঠ পুত্র জনাব মীর মোবাশ্বের আলী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হইতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তের পর তিনি পূর্ব পাকিস্তান প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হিসাবে যোগদান করিয়াছেন।

● ● ●

দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ থানার অন্তর্গত কোঙ্গরপুর নিবাসী টেপু রায় বর্মণের পুত্র জনাব নূর আহ্মদ (গৌরাঙ্গ) গত ১৫ই এপ্রিল, ১৯৬৬ তারিখে জনাব আবু তাহের সাহেবের উপস্থিতিতে আহ্মদীয়া মতবাদে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি দোহাগুা নিবাসী জনাব মনসুর আহ্মদ সাহেবের অক্লান্ত চেষ্টায় আহ্মদীয়া মতবাদ তথা ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করেন।

● ● ●

গত ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলার প্রথম মহিলা আহ্মদী সৈয়দা আজিজুন নেসা সাহেবা তাঁহার বাসস্থান নাগের গাঁ হইতে ঢাকা আগমন করেন। তিনি বাংলার দ্বিতীয় আহ্মদী সাহাবী হযরত রইসুদ্দিন খাঁ সাহেবের পত্নী। তাঁহার বয়স নূন্যাধিক ৮০ বৎসর। আল্লাহ্র ফজলে তিনি শারীরিক কুশলে আছেন এবং চশমা ছাড়াই পত্রিকাদি পড়িতে পারেন।

তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারী যুবকদিগকে তিনি তবলিগের দিকে জোর দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন এবং দোয়া করেন, যেন উপস্থিত যুবকগণ নিজেদের মধ্যে ইসলামের প্রকৃত আদর্শ সংস্থাপিত করিতে পারে।

● ● ●

কলিকাতা হইতে জনাব এস. আলম জানাইতেছেন যে, কলিকাতার ২০৫ নং নিউ পার্ক ষ্ট্রিটে জমাতের খরচে এক বিরাট ও সুন্দর মসজিদ নির্মিত হইয়াছে। তিনি আরো জানাইয়াছেন যে, তবলিগের কাজ অতি সাফল্যের সহিত চলিতেছে এবং মাসে দুইবার খোদ্দামদের দ্বারা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখযোগ্য যে, চার জন উচ্চ শিক্ষিত যুবক আহ্মদীয়াতে দীক্ষা লইয়াছেন।

● ● ●

কলিকাতা হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, কলিকাতা আঞ্জুমানে আহ্মদীয়ার প্রবীন সদস্য জেরগাম আলী সাহেব (গত ২০শে রমজান) পরলোক গমন করিয়াছেন। ইন্না — — – রাজেউন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৬ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা জীবিত আছেন।

● ● ●

গত ২৭।২।৬৬ তারিখে কলিকাতার দারুত তবলিগে যুবকদের চেষ্টায় এক প্রতিযোগিতা মূলক বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়। বক্তৃতার বিষয় ছিল, "ইসলাম হ্যামারা কেঁও প্যারা হ্যায়।" একজন সভাপতি ও তিন জন বিচারকের উপস্থিতিতে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার দেওয়া হয়।

আমার আহ্‌মদীয়া মতবাদ গ্রহণে স্বপ্নের ভূমিকা বা আসমানী মদদ।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রথম আহ্‌মদী হযরত আবদুল ওয়াহেদ সাহেব একজন বড় বুজুর্গ ছিলেন। আমি তাঁহার ছাত্র ছিলাম ১৯০৮ ইং হইতে ১৯১৩ ইং পর্যন্ত। সেই সময়ে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সহরে এই আন্দোলনের আলাপ-আলোচনায় আমি অংশ গ্রহণ করিতাম এবং এই মতবাদের স্থাপনকর্তা মসিহে মওউদ হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)-এর স্বরচিত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে প্রভাবান্বিত হইয়া ছিলাম। কিন্তু তাঁহার নবুওয়াতের দাবীর উপরে নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। ইহার পর চাকুরী করার জন্য আমাকে বিদেশে যাইতে হয়। ফলে এই সম্বন্ধে আর অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। অতঃপর মিশরে, পেলেষ্টাইনে চাকুরী করিয়া দেশে আসি। দেশে আসিয়া আমি কুমিল্লা জজ, সাবজজ এবং মুনসেফ কোর্টে চাকুরী করিয়া ১৯৫০ সনে পেনশন পাইয়া অবসরপ্রাপ্ত হই। তৎপরও আমার দীর্ঘ ১৫ বৎসর অতিবাহিত হয়। এই ১৫ বৎসর আহ্‌মদী মতবাদ সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করি। তখন আমি আমার ভুল বুঝিতে পারি এবং অনুতপ্ত হই। অতঃপর এ বিষয়ে কোন আসমানি ইঙ্গিত পাই কিনা সেই উদ্দেশ্যে এস্তেখারা করিতে থাকি।

ঐ সময় এক রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখি, "একটা ইংরেজী বইয়ের মলাটের ১ম পৃষ্ঠায় একটা মসজিদের ছবি আঁকা রহিয়াছে। উহার পিছনে ডানদিকে দুইজন এবং বামদিকে দুইজন মানুষ ভাল পোষাক পরিহিত অবস্থায় দণ্ডায়মান এবং ছবির উপরে বেশ উজ্জল আরবী অক্ষরে লিখা আছে 'ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শায়ইন কাদির" এবং ইংরেজীতে লিখা আছে "To his house" এবং উপরে একটি হাত ছড়ির মত আকাশের দিকে তেরছাভাবে কি যেন নির্দেশ করিতেছে।

আমি যেন এই বইয়ের দিকে সম্মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছি এবং আমার পেছনে কতগুলি অচেনা লোক দাঁড়াইয়া আছে। আর ছবিটির পার্শ্বের দুইজন লোকের মধ্যে যে জন একেবারে প্রান্তে দাঁড়াইয়া আছেন, তিনি যেন ২য় খলিফাতুল মসিহ্‌ হযরত মীর্যা বশীরউদ্দিন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রাঃ); মাথায় পাগড়ী বাঁধা। আমি যেন তাঁহাকে আমার পেছনের লোকদিগকে পরিচয় করাইয়া দিতেছি। এইখানেই আমার স্বপ্নের সমাপ্তি ঘটে এবং আমি নিশ্চিত হইয়া আহ্‌মদীয়া মতবাদে যোগদান করি।

খাকছার

সৈয়দ মনিরুজ্জামান

পিতা-মরহুম মুন্সী বদিউজ্জমান

সাং—বিজেশ্বর

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

* * *

হুজাজুল কেরামা পুস্তকে লিখিত
উম্মতে মোহাম্মদিয়ার মোজাদ্দিদগণের নামের তালিকা

১ম	শতাব্দী	হিজরী—	হযরত ওমর বিন আবদুল আজিজ (রহঃ) হুজাজুল কেরামা, ১৩৫ পৃঃ
২য়	,,	,,	ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এবং আহ্মদ বিন হাম্বল (রহঃ) ঐ, ১৩৫ পৃঃ
৩য়	,,	,,	আবু শরাহ্ (রহঃ) ও আবুল হাসান আশআরী (রহঃ) ঐ, ১৩৬ পৃঃ
৪র্থ	,,	,,	আবু ওবায়দুল্লাহ্ নেশাপুরী (রহঃ) ও কাজী আবু বকর বাকলানী (রহঃ) ঐ, ১৩৬ পৃঃ
৫ম	,,	,,	হযরত ইমাম গায্যালী (রহঃ) ঐ, ১৩৬ পৃঃ
৬ষ্ঠ	,,	,,	সৈয়দ আবুল কাদের জিলানী (রহঃ) ঐ, ১৩৬ পৃঃ
৭ম	,,	,,	ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এবং হযরত খাজা মইনুদ্দিন চিশতি আজমিরী (রহঃ) ঐ,১৩৬পৃঃ
৮ম	,,	,,	হাফিজ ইবনে হাজর আসকালানী (রহঃ) ও হযরত সালেহ বিন ওমর (রহঃ) ঐ, ১৩৭ পৃঃ
৯ম	,,	,,	ইমাম সিউতি (রহঃ) ঐ, ১৩৬ পৃঃ
১০ম	,,	,,	ইমাম মোহাম্মদ তাহির গুজরাটি (রহঃ) ঐ,
১১শ	,,	,,	মোজাদ্দিদ আলফেসানি সারহিন্দী (রহঃ) ঐ
১২শ	,,	,,	শাহ ওলিউল্লাহ্ মোহাদ্দেস দেহলবী (রহঃ) ঐ১৩৯পৃঃ
১৩শ	,,	,,	সৈয়দ আহ্মদ বেরেলবী (রহঃ) ঐ, ১৩৯ পৃঃ

১৪শ শতাব্দীর মাথায়, যাহা পূর্ণ হইতে এখনও ১০ বৎসর কাল বাকী আছে, যদি মাহ্দী এবং মসিহ্ মওউদ (আঃ) আবির্ভূত হইয়া পড়েন তবে তিনিই ১৪শ শতাব্দীর মোজাদ্দিদ হইবেন। (হুজাজুল কেরামা ১৩৯ পৃঃ)

জনাব পাঠক! হযরত মীর্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ) ঠিক চৌদ্দ শ শতাব্দীর মাথায় আবির্ভূত হইয়া ধর্ম সংস্কারের জন্য ইমাম মাহ্দী ও মসিহ্ মওউদ হইবার দাবী করিয়াছেন। সুতরাং যদি তিনি মুজাদ্দিদ না হইয়া থাকেন তবে অন্য কাহারও নাম বলা প্রয়োজন, যিনি চৌদ্দ শ শতাব্দীর মাথায় দাবীসহ আগমন করিয়াছেন। যদি কোন অমুসলমান আপনাকে প্রশ্ন করে যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী চৌদ্দ শতাব্দীর মোজাদ্দিদ কোথায়, তবে আপনি তাহাকে কি জওয়াব দিবেন?

ঃ নিজে নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিনঃ

●	The Holy Quran.		Rs. 10·00
●	Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs 0·62
●	The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
●	Psalms of Ahmed	,,	Rs. 0·00
●	What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
●	Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
●	The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
●	The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
●	Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
●	The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
●	The truth about the split	,,	Rs. 3·00
●	The Economic struture of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
●	Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs. 1·75
●	Islam and communism	,,	Rs. 0·62
●	Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
●	The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
●	ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
●	Where did Jesus die ?	J. D. Shams	Rs. 2·00
●	ইসলামেই নবুয়াত ঃ	মোলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
●	ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0·50
●	খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
●	মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার বহু পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান
জেনারেল সেক্রেটারী,
আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

খ্রীষ্টানদিগের নিকট প্রচার করিতে হইলে, আহ্‌মদীয়াত সম্বন্ধে জানিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১। খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দীনের চারি প্রশ্নের উত্তর :
লিখক—হযরত গোলাম আহ্মদ (আ:)
২। আমাদের শিক্ষা ,, ,,
৩। ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আহ্বান ,, ,,
৪। আহ্‌মদীয়াতের পয়গাম ,, হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহ্মুদ আহ্মদ (রাঃ)
৫। সুসমাচার ,, আহ্মদ তৌফিক চৌধুরী
৬। যীশু কি ঈশ্বর ? ,, ,,
৭। ভূস্বর্গে যীশু ,, ,,
৮। বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) ,, ,,
৯। বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ,, ,,
১০। আদি পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত ,, ,,
১১। ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়াম ,, ,,
১২। যীশুর জন্ম কি ২৫শে ডিসেম্বরে ? ,, ,,
১৩। বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ ,, ,,
১৪। হোশান্না ,, ,,
১৫। ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব ,, ,,
১৬। দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ ,, ,,

ইহা ছাড়া জমাতের অন্যান্য পুস্তকও পাওয়া যায়।

প্রাপ্তিস্থান :
এ. টি. চৌধুরী
২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.